এলুমিনিয়ামের ছুরি

□ The Aluminium Dagger □

রিচার্ড অস্টিন ফ্রীম্যান

আমার ঘরেই বসেছিলাম। এমন সময় আমাদের প্রয়োগশালার সহকারী পল্টনের দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে; পরক্ষণেই আমার সহকর্মীর দরজায় শুনতে পেলাম তার কণ্ঠস্বর।

"নিচে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন স্যার। অত্যন্ত জরুরি কাজে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। মনে হল, তার শরীরে একটা অদ্ভুত কাঁপুনি স্যার—"

পল্টন বিশদভাবে ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় আরও একটা দ্রুততর পায়ের শব্দ কানে এল; একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর থর্নডাইককে উদ্দেশ করে কথা বলল।

"আমি এসেছি স্যার, অবিলম্বে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করতে; একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। আপনি কি এখনই আমার সঙ্গে যেতে পারবেন?"

"তা পারব", থর্নডাইক বলল। "লোকটি কি মারা গেছে?"

"একেবারে মৃত। ঠাণ্ডা, শক্ত হয়ে গেছে। পুলিশের ধারণা—"

"তুমি যে আমার কাছে এসেছ সেটা কি পুলিশ জানে?"

"হ্যাঁ। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই করা হবে না।"

"ঠিক আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।"

পল্টন বলল, "আপনি সিঁড়ির নিচে একটু অপেক্ষা করুন স্যার; আমি ডাক্তারকে একটু সাহায্য করব তৈরি হতে।"

কথাটা বলেই সে নবাগত লোকটিকে বাইরের বসার ঘরে নিয়ে গেল, এবং একটু পরেই তাকে লুকিয়ে প্রাতরাশের ট্রেটা নিয়ে উপরে উঠে এল। থর্নডাইক ও আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। নামবার সময় প্রয়োগশালা থেকে কয়েকটা দরকারি যন্ত্রপাতি নিতে থর্নডাইকের ভুল হল না।

আমরা বসার ঘরে ঢুকতেই নবাগত লোকটি অস্থির পায়চারি থামিয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, "আপনারা তৈরি তো? আমার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।"

বেশ বড়সড় ব্রুহাম গাড়িটাতে তিনজনের জায়গা হয়ে গেল। গাড়ির ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করা মাত্রই কোচোয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাল; গাড়িটা দুলকি চালে ছুটে চলল।

আমাদের উত্তেজিত বন্ধুটি বলল, যেতে যেতেই ঘটনার কিছু বিবরণ আপনাদের শুনিয়ে দেওয়া

ভাল। প্রথমেই বলি, আমার নাম কার্টিস, হেনরি কার্টিস। এই আমার কার্ড। ওহো! এই আরেকটা কার্ড। এটা আপনাকে আগেই দেওয়া উচিত ছিল। আমি যখন ঘটনাটা আবিষ্কার করি তখন আমার সলিসিটর মিঃ মার্চমণ্ট আমার সঙ্গেই ছিলেন। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত যাতে কোন কিছুতে হাত না দেওয়া হয় সেটা দেখতে তিনি ঘরেই রয়ে গেছেন।"

"তিনি বুদ্ধিমানের মত কাজই করেছেন", থর্নডাইক বলল। "এবার বলুন ঠিক কি ঘটেছিল।"

"বলছি", মিঃ কার্টিস বলল। "নিহত লোকটি আমার শ্যালক আলফ্রেড হার্টরিজ। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে—সে মানুষটা ভাল ছিল না। একটা মৃত মানুষ সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে আমারও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যত কষ্টকরই হোক, যা সত্য তা তো বলতেই হবে।"

"নিঃসন্দেহে", থর্নডাইক সম্মতি জানাল।

"তাকে অনেক অপ্রীতিকর চিঠিপত্র আমাকে লিখতে হয়েছে—মার্চমণ্ট আপনাকে সব কথাই বলবেন—আর গতকালই একটা চিঠি লিখে তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে কথাবার্তা পাকা করতে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব, আর যেহেতু দুপুরের আগেই আমাকে শহর থেকে চলে যেতে হবে তাই তাকে সময় দিয়েছিলাম সকাল আটটা। সেও একটা অদ্ভুত চিঠি লিখে আমাকে জানিয়েছিল যে ঐ সময়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে, আর মিঃ মার্চমণ্ট দয়া করে আমার সঙ্গে যেতে সম্মত হলেন। সেইমতে আজ সকাল ঠিক আটটার সময় আমরা দুজন তার চেম্বারে গিয়ে হাজির হলাম। কয়েকবার ঘণ্টা বাজালাম, দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলাম, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না; অগত্যা নিচে গিয়ে হল-পোর্টারের সঙ্গে কথা বললাম। মনে হল, লোকটি ইতিমধ্যে উঠোন থেকে লক্ষ্য করেছে যে মিঃ হার্টরিজের বসবার ঘরের সবগুলি বৈদ্যুতিক বাতিই তখনও জ্বলছিল, আর নৈশ-পাহারাওয়ালা তাকে বলেছে যে ঐ বাতিগুলি সারা রাতই জ্বলেছে; সুতরাং একটা খারাপ কিছু সন্দেহ করে সেও আমাদের সঙ্গে উপরে উঠে এল, আবার ঘণ্টা বাজাল, দরজা ধাক্কাল। ভিতরে জীবনের কোন সাড়া না পেয়ে তার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল, কারণ দেখা গেল যে দরজাটা ভিতর থেকেই বন্ধ। তারপর পোর্টার বেরিয়ে গিয়ে একজন কনস্টেবলকে নিয়ে এল এবং তার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করল যে সেই পরিস্থিতিতে আমরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে পারি। পোর্টার একটা শাবল নিয়ে এল এবং আমাদের সমবেত চেষ্টায় দরজাটাকে ভেঙে ফেলা হল। আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম আর—হে ঈশ্বর! সে কী ভয়ংকর দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ল ডাঃ থর্নডাইক! আমার শ্যালকটি বসবার ঘরের মেঝেতে মরে পড়ে আছে। তাকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে; ছুরিটা তুলেও নেওয়া হয় নি। তখনও ছুরিটা তার পিঠের উপর বেরিয়ে আছে।"

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে সে আরও বিবরণ শোনাতে যাচ্ছিল এমন সময় গাড়িটা ওয়েস্টমিনিস্টার ও ভিক্টোরিয়ার মাঝামাঝি একটা নির্জন গলির মধ্যে ঢুকে এক সারি উঁচু নতুন লাল বাড়ির সামনে দাঁড়াল। একটি উত্তেজিত পোর্টার গোছের লোক ছুটে এসে ফটক খুলে দিল; মূল ফটকের বিপরিৎ

দিকে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

মিঃ কার্টিস বলল, "আমার শ্যালকের চেম্বার তিনতলায়। আমরা লিফ্‌ট্‌-এ উঠে যেতে পারি।"

পোর্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা লিফ্‌টে ঢুকলাম এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনতলায় উঠে গেলাম। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে একটা আধখোলা ভাঙা-চোরা দরজা পেলাম। দরজার উপরে সাদা অক্ষরে লেখা: "মিঃ হার্টরিজ"; দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল ইন্সপেক্টর বাজার-এর ধূর্ত মুখটা।

আমার সহকর্মীকে চিনতে পেরে সে বলে উঠল, "আপনি এসে পড়ায় খুশি হলাম স্যার। মিঃ মার্চমণ্ট শিকারী কুকুরের মত ভিতরে বসে আছে; আমরা কেউ ঘরে ঢুকলেই ঘেউ-ঘেউ করে দাঁত বের করছে।"

কথাগুলি নালিশের মত শোনালেও তার হাবভাব দেখে বুঝলাম, ইন্সপেক্টর বাজার এর মধ্যেই নিরাপদ সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছে।

ছোট হল-ঘরটা পেরিয়ে আমরা বসবার ঘরে ঢুকলাম। সেখানে একটি কনস্টেবল ও একজন তকমাধারী ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ মার্চমণ্ট পাহারায় বসেছিল। আমরা ঢুকতেই তিনজন আস্তে উঠে দাঁড়াল, ফিস্‌ফিস্‌ করে আমাদের স্বাগত জানাল; তারপরই আমাদের তিনজনের চোখ পড়ল ঘরের অন্য প্রান্তে; কয়েক মিনিট আমাদের মুখে কোন কথা সরল না।

শেষ পর্যন্ত ইন্সপেক্টর বাজার নিস্তব্ধতা ভাঙল, "ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়, যদিও কিছুদূর পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। মৃতদেহটাই সব কথা বলে দিচ্ছে।"

কয়েক পা এগিয়ে আমরা মৃতদেহটাকে ভাল করে দেখলাম। একটি বয়স্ক লোক অগ্নিকুণ্ডটার সামনে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে। ছুরির সরু বাটটা পিঠের উপরে বাঁ কাঁধের নিচে বেশ কিছুটা বেরিয়ে আছে, এবং ঠোঁটে রক্তের সামান্য দাগ ছাড়া এটাই মৃত্যুর একমাত্র লক্ষণ। মৃতদেহ থেকে কিছুটা দূরে কার্পেটের উপর একটা ঘড়ির চাবি পড়ে আছে এবং ম্যাণ্টলপিসের উপরকার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার সামনের কাঁচটা খোলা।

আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ইন্সপেক্টর বলতে লাগল, "কি জানেন, লোকটি অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে দম দিচ্ছিলেন। খুনী চুপি চুপি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল—চাবি ঘোরানোর শব্দে তার পায়ের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল—এবং ছুরিটা তার পিঠে বসিয়ে দিয়েছিল। ছুরিটা যে পিঠের বাঁ দিকে বসানো হয়েছে তা দেখেই বুঝতে পারছেন যে খুনী নিশ্চয়ই ল্যাটা। এ সবই বেশ পরিষ্কার। যা পরিষ্কার নয় সেটা হচ্ছে সে ভিতরে ঢুকল কেমন করে এবং পরে আবার বেরিয়েই বা গেল কেমন করে।"

থর্নডাইক বলল, "আশা করি, মৃতদেহটাকে নাড়াচড়া করা হয় নি।"

"না। পুলিশ সার্জন ডাঃ ইগর্টিনকে ডাকা হয়েছিল; তিনিই লোকটিকে মৃত বলে ঘোষণা

করে গেছেন। তিনি এখনই এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করবেন।"

থর্নডাইক বলল, "তাহলে, তিনি না আসা পর্যন্ত আমরাও মৃতদেহটাকে সরাব না, কেবল তার দেহের তাপটা নেব আর ছুরির বাঁটের ধুলোটা ঝেড়ে দেব।"

সে থলির ভিতর থেকে একটা লম্বা কেমিক্যাল থার্মোমিটার এবং একটা ধুলো ঝাড়ার কল বের করে নিল। প্রথমটাকে মৃত লোকটির পোশাকের তলায় পেটের উপর রাখল, আর দ্বিতীয়টার সাহায্যে ছুরির কালো চামড়ার হাতলের উপরকার সূক্ষ্ম হলুদ গুঁড়োগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। ইন্সপেক্টর বাজার সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে হাতলটাকে পরীক্ষা করতে লাগল।

হতাশ হয়ে বলে উঠল, "আঙুলের একটা ছাপও নেই। লোকটা নির্ঘাৎ দস্তানা পরে নিয়েছিল। কিন্তু ওই লোকটা থেকে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।"

কথা বলতে বলতেই সে ছুরির ধাতুর তৈরি খাপটা দেখিয়ে দিল; তাতে বিশ্রী হরফে লেখা ছিল একটিমাত্র শব্দ "ব্রাদিতোর"।

ইন্সপেক্টর বলল, "ঐ ইতালীয় শব্দটার অর্থ "বিশ্বাসঘাতক"। পোর্টারের কাছ থেকে আমি এমন কিছু তথ্য পেয়েছি যা ঐ ইঙ্গিতটার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। সে এখনই আসবে, আপনি তার কাছ থেকেই সেটা শুনবেন।"

থর্নডাইক বলল, "মৃতদেহটার অবস্থাটা তদন্তের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে ততক্ষণে আমি দু'একটা ফটোগ্রাফ তুলে নেব এবং মাপমত একটা খসড়া নকসা তৈরি করে ফেলব। আপনি তো বললেন, কোন কিছুই সরানো হয় নি, তাই তো? জানালাগুলো কে খুলেছিল?"

মিঃ মার্চমণ্ট বলল, "ঘরে ঢুকে আমরা জানালাগুলো খোলাই দেখেছিলাম। আপনার অবশ্যই মনে আছে কাল রাতে খুব গরম পড়েছিল। কোন কিছুই সরানো হয় নি।"

থর্নডাইক থলের ভিতর থেকে একটা ছোট ফোল্ডিং ক্যামেরা, একটা টেলিস্কোপিক ত্রিপদী, একটা জরিপের ফিতে, একটা কাঠের দাঁড়িপাল্লা ও স্কেচ-বাক্স বের করল। ক্যামেরাটাকে এক কোণে বসিয়ে মৃতদেহ সমেত ঘরের একটা ছবি নিল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে আরেকটা ছবি নিল।

বলল, "জার্ভিস, তুমি একবার ঘড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে দম দেবার ভঙ্গিতে হাত তুলে দাঁড়াও। ধন্যবাদ; ছবিটা তোলা পর্যন্ত ঐ ভাবেই থাক।"

খুন হবার আগে মৃত ব্যক্তিটি যেভাবে দাঁড়িয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে আমি সেইভাবেই দাঁড়ালাম, থর্নডাইক একটা ছবি নিল, তারপর একটা লেখার খড়ি দিয়ে আমার পায়ের জায়গা দুটোতে দাগ টেনে দিল। তারপর ত্রিপদীটাকে খড়ির দাগের উপর বসিয়ে দুটো ফটো তুলল এবং সব শেষে আবার মৃতদেহের ছবি তুলল।

ফটো তোলার পর্ব শেষ করে সে অতি দ্রুত বেশ দক্ষতার সঙ্গে স্কেচ-বইটাতে ঘরের মেঝের একটা নক্সা এঁকে ফেলল; তাতে ¼ ইঞ্চি = ১ ফুট মাপে ঘরের সমস্ত জিনিসের অবস্থানই দেখানো হল। ইন্সপেক্টর কিছুটা অধৈর্য হয়েই সব কিছু দাঁড়িয়ে দেখল।

নিজের ঘড়ির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, "ডাক্তার, আপনি দেখছি পরিশ্রম বা সময় কোনটা বাঁচিয়েই কাজ করবেন না।"

সম্পূর্ণ স্কেচটাকে ফাইল থেকে আলাদা করে বের করে নিয়ে থর্নডাইক জবাব দিল, "তা করি না ; যথাসম্ভব সব তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাই আমি করি। শেষ পর্যন্ত সেগুলো কোন কাজেই না লাগতে পারে, আবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ; আগে থেকে কেউ কিছু বলতে পারে না ; তাই আমি সব কিছুই সংগ্রহ করে রাখি। কিন্তু, এই তো ডাঃ ইগার্টন এসে গেছেন।"

পুলিশ সার্জন সশ্রদ্ধ সমাদরে থর্নডাইককে ধন্যবাদ জানাল। তারপরেই আমরা মৃতদেহ পরীক্ষার কাজে লেগে গেলাম। থার্মোমিটারটা তুলে নিয়ে আমার সহকর্মী তাপমাত্রাটা দেখে যন্ত্রটাকে ডাঃ ইগার্টনের দিকে এগিয়ে দিল।

সেদিকে একনজর তাকিয়ে ডাঃ ইগার্টন বলল, "মৃত্যুটা ঘটেছে প্রায় দশ ঘণ্টা আগে। খুনটা পূর্বপরিকল্পিত ও রহস্যময়।"

"খুন," থর্নডাইক বলল। "ছুরিটা একবার ছুঁয়ে দেখ জার্ভিস।"

আমি হাতলে হাত দিলাম ; হাড়ের মত শক্ত মনে হল।

সবিস্ময়ে বললাম, "এটা তো পাঁজরের ভিতর ঢুকে গেছে।"

"ঠিক ; অসাধারণ জোর দিয়ে ছুরিটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখে মনে হয় ভিতরে ঢোকাবার সময় ছুরির ফলাটাকে ঘোরানো হয়েছিল। যে রকম প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে ছোরাটা মারা হয়েছিল সে কথা মনে রাখলে এই ব্যাপারটাকে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হয়।"

ডাঃ এগার্টন বলল, "অদ্ভুত তো নিশ্চয়ই, অবশ্য সেটা আমাদের কাজকে কতটা সাহায্য করবে তা জানি না। মৃতদেহ সরাবার আগে ছুরিটাকে বের করে নেব কি ?"

"নিশ্চয়," ডাঃ ইগার্টন জবাব দিল, "অন্যথায় মৃতদেহ সরাবার সময় নতুন ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। একটু অপেক্ষা কর।" পকেট থেকে একটুকরো দড়ি বের করে ছুরিটাকে ইঞ্চি দুই টেনে তুলে দড়িটাকে ছুরির ফলার সমান্তরালে ধরে রাখল। তারপর দড়ির একটা প্রান্ত আমার হাতে দিয়ে ছুরিটাকে সম্পূর্ণ টেনে বের করে নিল। ফলাটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের ভাঁজটা চলে গেল। লক্ষ্য কর, দড়িটা দেখিয়ে দিল ক্ষতটা কোন্‌দিকে গেছে ; আরও দেখা গেল যে পোশাকের কাটা দাগটা এখন আর ক্ষতটার সঙ্গে মিলছে না। বেশ একটা বড় কোণের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেটাই হচ্ছে ফলাটা ঘোরার মাপ।"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত", ডাঃ ইগার্টন বলল, "যদিও এর থেকে আমরা কোন রকম সাহায্য পাব কিনা সন্দেহ।"

থর্নডাইক পাল্টা জবাবে বলল, "বর্তমানে আমরা কেবল ঘটনাগুলোই লক্ষ্য করে যাচ্ছি।"

মুখটা ঈষৎ লাল করে ডাক্তার বলল, "তা ঠিক ; তবে আমরা যদি মৃতদেহটাকে শোবার ঘরে সরিয়ে নিয়ে ক্ষতস্থানকে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে বোধ হয় ভাল হয়।"

মৃতদেহটাকে শোবার ঘরে নিয়ে ক্ষতটাকে পরীক্ষা করে নতুন কিছু পাওয়া গেল না ; একটা চাদর দিয়ে দেহটাকে ঢেকে রেখে আমরা বসবার ঘরে নিয়ে গেলাম।

ইন্সপেক্টর বলল, "দেখুন ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা মৃতদেহ এবং ক্ষতটাকে পরীক্ষা করেছেন, মেঝে ও আসবাবপত্র মাপজোক করেছেন, ফটোগ্রাফ নিয়েছেন, একটা ছকও কষেছেন, কিন্তু আমরা বেশী দূর এগোতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এখানে একটি মানুষ তার নিজের ঘরেই খুন হয়েছেন। ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজা মাত্র একটি, আর খুনের সময় সেটা ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল। জানালাগুলো মাটি থেকে প্রায় ৪০ ফুট উঁচুতে ; কোন জানালার কাছাকাছি একটাও রেন-পাইপ নেই ; সেগুলিও দেয়ালের সঙ্গে এমনভাবে সাঁটা যে দেয়ালে একটা মাছিরও পা রাখার মত কোন জায়গা নেই। ঝাঁঝরিগুলো সবই আধুনিক, কাজেই একটা বড় মাপের বিড়ালের পক্ষেও চিমনি বেয়ে উপরে ওঠা সম্ভব নয়। অতএব প্রশ্ন হল—খুনী কেমন করে ভিতরে ঢুকল এবং বেরিয়ে গেল।"

"অথচ," মার্চমণ্ট বলল, "ঘটনা এটাই যে সে ভিতরে ঢুকেছিল, কিন্তু এখন এখানে নেই ; সুতরাং সে নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে এবং বেরিয়ে যাওয়াটা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া সে কেমন করে বেরিয়ে গেল সেটা আবিষ্কার করাও অবশ্যই সম্ভব হবে।"

ইন্সপেক্টর একটু হাসল, কোন জবাব দিল না।

থর্নডাইক বলল, "ঘটনাগুলি মোটামুটি এই রকমই মনে হচ্ছে : মৃত ব্যক্তি একাকি ছিলেন ; ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী থাকার কোন চিহ্ন নেই, আর টেবিলে মাত্র একটাই আধা-খালি জলের গ্লাস পাওয়া গেছে ; চেয়ারে বসে পড়তে পড়তেই তার নজরে পড়েছিল যে ঘড়িটা বারোটা বাজার দশ মিনিট আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; মুখ নিচু করে বইটা রেখে ঘড়িতে চাবি দিতে দিতে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে।

"একটি ন্যাটা মানুষ পিছন থেকে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে তাকে ছুরি মারে," ইন্সপেক্টর কথাগুলি যোগ করল।

থর্নডাইক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "সেই রকমই তো মনে হয় ; কিন্তু এবার পোর্টারকে ডাকা হোক ; তার বক্তব্যটাও একবার শোনা যাক।"

সে লোকটি কিছুটা ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকলে থর্নডাইক তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কাল রাতে কে কে এই সব ঘরে এসেছিল তুমি জান ?"

জবাব এল, "অনেকেই তো আসা-যাওয়া করেছেন, তবে তাদের মধ্যে কেউ এই ফ্ল্যাটেই এসেছিলেন কিনা আমি বলতে পারব না। নটা নাগাদ মিস কার্টিসকে ঢুকতে দেখেছিলাম।"

মিঃ কার্টিস চমকে বলে উঠল, "আমার মেয়ে ! আমি তো জানতাম না।"

"তিনি নটা তিরিশে বেরিয়ে যান", পোর্টার যোগ করল।

ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করল, "আপনি কি জানেন সে কেন এসেছিল ?"

"অনুমান করতে পারি," মিঃ কার্টিস বলল।

"তাহলে বলবেন না," মিঃ মার্চমণ্ট বাধা দিল। "কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবেন না।"

ইন্সপেক্টর বলল, "আপনি বড় বেশি এগিয়ে গেছেন মিঃ মার্চমণ্ট ; তরুণী মহিলাটিকে আমরা সন্দেহ করছি না ; যেমন, আমরা জানতে চাইছি না তিনি ন্যাটা কি না।"

কথাটা বলার সময় সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ কার্টিসের দিকে তাকাল, আর আমি দেখলাম যে আমাদের মক্কেলের মুখটা হঠাৎ মৃত মানুষের মত সাদা হয়ে গেল ; আর ইন্সপেক্টরও দ্রুত নিজের দৃষ্টিকে সরিয়ে নিল, যেন এই পরিবর্তনটা তার চোখেই পড়ে নি।

পোর্টারের দিকে ফিরে সে বলল, "সেই সব ইতালীয়দের কথাই বরং আর একবার বল। তাদের মধ্যে প্রথমে কে এসেছিল ?"

"সেটা প্রায় এক সপ্তাহ আগের কথা," সে জবাব দিল। "একটি সাধারণ চেহারার মানুষ আমার বাসায় একটা চিঠি নিয়ে এসেছিল। নোংরা খামে খুব বিশ্রী হাতের লেখায় 'মিঃ হার্টরিজ, এস্কোয়ার, ব্র্যাকেনহার্স্ট ম্যানসন্স' কথাগুলি লেখা ছিল। চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল সেটা মিঃ হার্টরিজকে দিতে ; তারপর সে চলে গেল, আর আমিও চিঠিটা নিয়ে মিঃ হার্টরিজের চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়েছিলাম।"

"তারপর কি ঘটল ?"

"কেন, ঠিক পরের দিন একটা কদাকার ইতালীয় বুড়ি—যে সব গণক-ঠাকুররা খাঁচা-ভর্তি পাখি সঙ্গে নিয়ে পথে ঘুরে বেড়ায় তাদেরই মত এক বুড়ি মূল ফটকের বাইরে এসে আস্তানা পাতল। আমিও তাকে পত্রপাঠ সেখান থেকে ভাগিয়ে দিলাম, কিন্তু কী আশ্চর্য ! দশ মিনিটের মধ্যেই সে আবার ফিরে এল খাঁচা ও পাখি নিয়ে। আবার তাকে তাড়িয়ে দিলাম—যতবার তাকে তাড়াই, ততবারই সে ফিরে আসে—এই রকমই চলল।...পরদিন এল এক আইস-ক্রিমওলা। যেসব ছেলেরা চিঠিপত্র নিয়ে আসে তারা সকলেই তার খদ্দের বনে যায়। সেও ঘাঁটি গেড়ে বসল। তাকে উঠে যেতে বলাতে সে জানিয়ে দিল তার ব্যবসাতে বাধা দেওয়া চলবে না। ব্যবসাই বটে ! রাগে আমার গা জ্বলে গেল !... তার পরদিন এসে হাজির হল এক সঙের দল, সঙ্গে একটা বাঁদর। ভাল ভাল গানের সুরে হাসির গান ও বাজনা মিশিয়ে সে এক হৈ-হুল্লোড় কাণ্ড। যেই তাকে তাড়াতে গেলাম অমনি বাঁদরটা ছুটে এল আমার দিকে আর লোকটি হেড়ে গলায় গান গাইতে শুরু করল।

ইন্সপেক্টর হেসে প্রশ্ন করল, "সেটাই শেষ তো ? আচ্ছা, ইটালীয় লোকটি তোমাকে যে চিঠিটা দিয়েছিল সেটা দেখলে চিনতে পারবে ?"

"চেনা তো উচিত", পোর্টার জবাব দিল।

ইন্সপেক্টর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং এক মিনিট পরেই একটা চিঠির খাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

চিঠির মোটা খাপটাকে টেবিলের উপর রেখে একটা চেয়ার টেনে বসে ইন্সপেক্টর বলল, "এটা তার বুক-পকেটে ছিল। এর মধ্যে তিনটে চিঠি একসঙ্গে বাঁধা আছে। হ্যাঁ, এটাই হবে।" খাপের

বাঁধন খুলে সে একটা নোংরা খাম বের করল ; তার উপর কাঁচা হাতের আঁকা-বাঁকা হরফে লেখা 'মিঃ হার্টরিজ, এস্কোয়ার'। এই চিঠিটাই কি ইতালীয় লোকটি তোমাকে দিয়েছিল ?"

ভাল করে দেখে নিয়ে পোর্টার বলল, "হ্যাঁ, এটাই।"

খামের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করতেই ইন্সপেক্টরের দুই চোখ ছানা-বড়া হয়ে গেল।

চিঠিটা থর্নডাইকের হাতে দিয়ে বলল, "দেখ তো ডাক্তার পড়তে পার কি না ?"

গভীর মনোযোগের সঙ্গে থর্নডাইক বেশ কিছুক্ষণ চিঠিটার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। তারপর জানালার কাছে গিয়ে পকেট থেকে লেন্সটা বের করে কাগজটা চোখের কাছে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল—প্রথমে একটা অল্প শক্তির লেন্স দিয়ে এবং পরে একটা উচ্চশক্তিসম্পন্ন কডিংটন লেন্সের সাহায্যে।

আমাকে কটাক্ষ করে ইন্সপেক্টর বলল, "আমি ভেবেছিলাম আপনি ওটা খালি চোখে দেখতে পাবেন। নক্সাটা বেশ জোরালো।"

থর্নডাইক জবাবে বলল, "তা ঠিক ; খুবই আকর্ষক। আপনি কি বলেন মিঃ মার্চমণ্ট ?"

সলিসিটর চিঠিটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখল। নক্সাটা বিচিত্র। অতি সাধারণ কাগজে ঠিকানাটার মতই বিশ্রী হাতের লেখায় লাল কালিতে নিম্নলিখিত বার্তাটি লেখা : "যথাকর্তব্য করার জন্য তোমাকে ছয় দিন সময় দেওয়া হল। উপরের প্রতীকটা দেখেই বুঝতে পারছ কথামত কাজ না করলে তোমার কপালে কি আছে।" প্রতীক বলতে একটা মাথার খুলি ও আড়াআড়ি বসানো দুটো হাড় খুব পরিষ্কার করে আনাড়ি হাতে কাগজটার মাথায় আঁকা।

মিঃ কার্টিসের হাতে দলিলটা দিয়ে মিঃ মার্চমণ্ট বলল, "তার গতকালের লেখা বিশেষ চিঠিটার ব্যাখ্যা এতেই পাওয়া যাচ্ছে। সেটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে ?"

"হ্যাঁ", মিঃ কার্টিস জবাব দিল ; "এই তো সে-চিঠিটা।"

পকেট থেকে একটা চিঠি বের সে পড়তে লাগল :

"হ্যাঁ ; খুবই অসময় হলেও ইচ্ছা হলে তুমি এসো। তোমার ভয়-দেখানো চিঠিগুলো আমার অনেক মজার খোরাক জুগিয়েছে। সেগুলো একজন শিক্ষানবীশকে মানায়।

আলফ্রেড হার্টরিজ।"

"মিঃ হার্টরিজ কি কোন কালে ইতালিতে ছিলেন ?" ইন্সপেক্টর বাজার শুধাল।

"হ্যাঁ, অবশ্যই ছিলেন", মিঃ কার্টিস জবাব দিল। "গত বছরের প্রায় সবটা সময়ই তিনি কাপরিতে কাটিয়েছেন।"

"আরে, তাহলে তো আমাদের সূত্রটা পেয়েই গেলাম। এই দেখ। এখানে আরও দুটো চিঠি আছে ; পোস্ট-আপিসের ছাপ ই. সি.—সাফ্রন হিল হচ্ছে ই. সি.। আর এই দিকে তাকাও।"

সে শেষ রহস্যময় চিঠিটা মেলে ধরল, আর "মৃত্যুকে স্মরণ কর" ছাড়া আর চারটি মাত্র শব্দ

দেখতে পেলাম ঃ "সাবধান ! কাপুরিকে স্মরণে রেখো !"

"তোমার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে ডাক্তার, তাহলে আমি এখনই বিদায় নিচ্ছি ; ক্ষুদ্র ইতালিটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। ঐ চার ইতালীয়কে খুঁজে বের করাটা বিশেষ শক্ত কাজ হবে বলে মনে হয় না। আর তাদের সনাক্ত করার জন্য তো এই পোর্টরিই রয়েছে।"

থর্নডাইক বলল, "তুমি চলে যাবার আগে দুটো ছোট ব্যাপার আমি ফয়সালা করে নিতে চাই, একটা হল ছোরা ঃ সেটা বোধ হয় তোমার পকেটেই আছে। সেটা একবার দেখতে পারি কি ?"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইন্সপেক্টর ছোরাটা বের করে আমার সহকর্মীর হাতে দিল।

বেশ চিন্তিতভাবে ছোরাটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে থর্নডাইক বলল, "অস্ত্রটা খুবই অদ্ভুত— আকার এবং বস্তু দুই বিচারেই। এলুমিনিয়ামের হাতল আমি আগে কখনও দেখি নি, আর বাঁধাইয়ের মরোক্কো চামড়াটাও একটু অসাধারণ।"

ইন্সপেক্টর বুঝিয়ে বলল, "এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে হাল্কা করার জন্য, আর ছোরাটাকে সরু করা হয়েছে আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে রাখার জন্যই।"

"হয়তো তাই", থর্নডাইক বলল।

ছোরাটা পরীক্ষা করতে করতেই সে তার পকেট-লেন্সটা বের করল। তা দেখে রসিক গোয়েন্দাটি খুশি হয়ে বলে উঠল, "এরকম মানুষ আমি কখনও দেখি নি ! ওর মূলমন্ত্র হওয়া উচিত 'আমরা তোমাকে বড় করে দেখব।' আশা করি এর পরেই উনি এটাকে মাপতে শুরু করবেন।"

ইন্সপেক্টর ঠিকই ধরেছে। অস্ত্রটার একটা খসড়া স্কেচ এঁকে থর্নডাইক তার থলে থেকে বের করল একটা ভাঁজ-করা রুল ও একটা সূক্ষ্ম ক্যালিপার পরিমাপ-যন্ত্র। সেই দুটো যন্ত্রের সাহায্যে সে ছোরাটার নানা অংশের মাপ নিল এবং স্কেচের উপর সেগুলিকে যথাস্থানে লিখে নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ করল।

শেষকালে অস্ত্রটাকে ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "আর অপর বিষয়টা বিপরীত দিকের ওই বাড়িগুলোকে নিয়ে।"

সে জানালাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল এবং যে বাড়িটায় আমরা ঢুকেছিলাম সেই রকম এক সারি উঁচু বাড়ির পিছনের দিকটা দেখতে লাগল। বাড়িগুলো আমাদের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে অবস্থিত ; আমাদের মাঝখানে শুধু একটা মাঠ ; তাতে অনেক ঝোপ-ঝাড় লাগানো হয়েছে, আর কতকগুলি কাঁকর-বিছানো পথ দিয়ে মাঠটা খণ্ডিত।

থর্নডাইক বলতে লাগল, "কাল রাতে এই সব ঘরের যে কোন একটাতে যদি কোন লোক থাকত তাহলে হয়তো আমরা এই অপরাধের একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে পেতে পারতাম। ঘরটা ছিল উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত, আর ঘরের সবগুলো খড়খড়ি তোলা ছিল। কাজেই ওই সব জানালার যে কোন একটাতে দাঁড়ালেই সে ঘরের ভিতরটা সরাসরি এবং বেশ স্পষ্টভাবেই দেখতে পেত। সেটা একবার খোঁজ নেওয়া ভাল।"

ইন্সপেক্টর বলল, "হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই, যদিও আমি আশা করি কেউ যদি সেটা দেখেই থাকে তাহলে সংবাদপত্রে খবরটা পড়ামাত্র তারাই এগিয়ে এসে আমাদের সব কথা জানাবে। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে, এবং আপনাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দিতে হবে।"

সকলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই মিঃ মার্চমণ্ট জানাল যে সন্ধ্যায় সে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে "অবশ্য যদি এখনই আপনারা আমার কাছ কোন তথ্য জানতে না চান।"

থর্নডাইক বলল, "আমি জানতে চাই। এই মৃত্যুর সঙ্গে কার স্বার্থ জড়িত সেটাই আমি জানতে চাই।"

মার্চমণ্ট জবাব দিল, "সে এক বিচিত্র কাহিনী। চলুন, জানালা দিয়ে যে বাগানটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম সেখানে গিয়ে একটু বসা যাক। জায়গাটা বেশ নির্জন ও নিরিবিলি।"

মিঃ কার্টিসকেও সে ইসারায় ডাকল ; আর পুলিশ সার্জনকে নিয়ে ইন্সপেক্টর চলে যাবার পরে পোর্টারকে বলে আমরা বাগানে ঢুকলাম।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিপরীত দিকের উঁচু বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে মিঃ মার্চমণ্ট বলতে শুরু করল : "আপনি যে প্রশ্নটা করলেন তার উত্তর খুবই সরল। এই মুহূর্তে আলফ্রেড হার্টরিজ-এর মৃত্যুর সঙ্গে একমাত্র যে মানুষটির স্বার্থ জড়িত তিনি হচ্ছেন মৃত ব্যক্তির অছি এবং তার সম্পত্তির একমাত্র প্রাপক—নাম লিওনার্ড উলফ্। তিনি মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয় নন, তার একজন বন্ধুমাত্র, কিন্তু প্রায় বিশ হাজার পাউণ্ড সম্পত্তির তিনিই উত্তরাধিকারী। পরিস্থিতিটা এই রকম : দুই ভাইয়ের মধ্যে আলফ্রেড হার্টরিজ ছিলেন বড় ; ছোট ভাই চার্লস বিধবা স্ত্রী ও তিনটি সন্তানকে রেখে তার পিতার জীবিতকালেই মারা যান। পনেরো বছর আগে তাদের পিতা মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি আলফ্রেডকে দিয়ে যান এই শর্তে যে তিনি তার ভাইয়ের পরিবারকে প্রতিপালন করবেন এবং তার সন্তানদের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করবেন।"

"কোন উইল ছিল কি ?" থর্নডাইক প্রশ্ন করল।

"বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার পুত্রের বিধবা স্ত্রীর বন্ধুদের চাপে মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটা উইল করেছিলেন ; কিন্তু তিনি তখন খুবই বৃদ্ধ এবং শিশুর মতই খামখেয়ালি হয়ে যাওয়ায় আলফ্রেড উইলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং শেষ পর্যন্ত মামলা খারিজ হয়ে যায়। সেই থেকে ভাইয়ের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য একটা পেনিও তিনি কোন দিন দেন নি। আমার মক্কেল মিঃ কার্টিস্ না থাকলে তাদের হয়তো অনাহারেই থাকতে হত ; বিধবার ভরণ-পোষণ এবং সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত বোঝা তার ঘাড়েই চাপে।"

"তারপর সম্প্রতিকালে দুটি কারণে ব্যাপারটা খুবই সঙ্গীন রূপ ধারণ করে। প্রথম কারণ, চার্লসের বড় ছেলে এডমাণ্ডের বয়স হয়েছে। মিঃ কার্টিস্ আগেই তাকে জনৈক সলিসিটরের 'আর্টিকল' করে দিয়েছিলেন এবং যেহেতু এখন সে স্বীয় কর্মে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছে এবং অংশীদার হবার একটা লাভজনক প্রস্তাবও তার কাছে এসেছে, তাই আমরা আলফ্রেডকে চাপ দিয়েছিলাম

যে এডমাণ্ডের পিতার ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় মূলধনটা তিনিই যেন এডমাণ্ডকে দিয়ে দেন। সে কাজ করতে তিনি অস্বীকার করেন এবং সেই ব্যাপার নিয়েই আজ সকালে আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় কারণটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বিচিত্র ও লজ্জাকর কাহিনী। লিওনার্ড উলফ্ নামে মৃত ব্যক্তির একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। আমি বলতে পারি, লোকটি অসৎচরিত্র এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব কারও পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়। হেস্টার গ্রীণ নামে একটি নারীও এর সঙ্গে জড়িত; মৃত ব্যক্তির উপর তারও কিছু দাবী-দাওয়া ছিল; কিন্তু আপাতত আমরা তার কথায় যাচ্ছি না। এদিকে, লিওনার্ড উলফ্ ও মৃত আলফ্রেড হার্টরিজের নিম্ন-বর্ণিত শর্তমত একটা চুক্তি হয়েছিল; (১) উলফ্ হেস্টার গ্রীণকে বিয়ে করবে আর সেই সুবাদে (২) আলফ্রেড হার্টরিজ তার সমস্ত সম্পত্তি উলফ্‌কে লিখে দেবেন নিঃশর্তভাবে, (৩) বাস্তবে সম্পত্তিটা হস্তান্তরিত হবে হার্টরিজের মৃত্যুর পরে।"

"এই লেন-দেনটা কি বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে?" থর্নডাইক প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যের কথা যে সেটা হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছিলাম হার্টরিজের জীবদ্দশাতেই বিধবা ও তার সন্তানদের জন্য কিছু করা যায় কি না। এটা নিঃসন্দেহ যে ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে আমার মক্কেলের কন্যা মিস কার্টিস গতরাতে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল—খুবই অবিবেচকের মত কাজই সে করেছিল, কারণ পুরো ব্যাপারটা তখন ছিল আমাদেরই হাতে; কিন্তু, জানেন তো, সে এডমাণ্ড হার্টরিজের বাগদত্তা, এবং আমার মনে হয় দু'জনের সাক্ষাৎকারটা বেশ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধই হয়েছিল।"

থর্নডাইক কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁকর-বিছানো পথের দিকে চোখ রেখে পায়চারি করল; তার চোখ দেখে মনে হল সে যেন কিছু খুঁজছে।

তারপর সে প্রশ্ন করল, "এই লিওনার্ড উলফ্ লোকটা কি ধরনের? অবশ্যই সে একজন নীচ ধরনের পাজি লোক, কিন্তু অন্য সব দিক থেকে সে কেমন মানুষ? যেমন, সে কি নির্বোধ?"

মিঃ কার্টিস্ বলল, "মোটেই তা নয়—এ কথা আমি বলবই। আগে সে ছিল একজন ইঞ্জিনীয়ার, এবং আমার বিশ্বাস যন্ত্রপাতির ব্যাপারটা সে ভালই বোঝে। পরবর্তীকালে একটা হঠাৎ পেয়ে-যাওয়া সম্পত্তির আয় থেকেই তার দিন চলত; কিন্তু জীবনের অনেকটা সময় ও অর্থই সে উড়িয়ে দিয়েছে জুয়া খেলে আর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে। ফলে, আমার ধারণা, ইদানিং সে বেশ কিছুটা অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়েছে।"

"সে দেখতে কেমন?"

মিঃ কার্টিস্ উত্তর দিল, "মাত্র একবারই আমি তাকে দেখেছি; তাতে শুধু এইটুকুই মনে করতে পারছি সে বেঁটে, ফরসা, শুকনো ও পরিষ্কার কামানো, আর তার বাঁ হাতের মধ্যম আঙুলটা ছিল না।"

"সে থাকে কোথায়?"

জবাব দিল মিঃ মার্চমণ্ট, "কেণ্ট-এর অন্তর্গত এলথাম-এ। মর্টন গ্রাঞ্জ, এলথাম। তাহলে আপনি তো প্রয়োজনীয় সব তথ্যই পেয়ে গেলেন, এবার আমাকে যেতেই হবে, আর সেই সঙ্গে মিঃ কার্টিসকেও।"

আমাদের সঙ্গে করমর্দন সেরে তারা দুজনই দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; থর্নডাইক চিন্তিত মুখে অযত্ন লালিত ফুলের কেয়ারিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝুঁকে পড়ে একটা লরেল ঝোপের নিচের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "দেখ জার্ভিস, এই কেসটা যেমন অদ্ভুত তেমনই আকর্ষণীয়। আরে, ওই তো পোর্টার আসছে—হয় তো বা আমাদের ঠেলে বের করে দিতেই, অথচ—" স্মিত হাসি হেসে পোর্টারকে বলল, "ওই বাড়িগুলোর মুখ কোন দিকে বল তো?"

"কটম্যান স্ট্রীটের দিকে স্যার", পোর্টার জবাব দিল। "বাড়িগুলো প্রায় সবই আপিস।"

"আর বাড়ির সংখ্যাগুলো কি? যেমন, তিনতলার যে ঘরটার জানালাটা খোলা আছে সেটার সংখ্যা কত?"

"ওটার সংখ্যা ছয়; কিন্তু মিঃ হার্টিজের ঘরগুলোর সংখ্যাটা আট।"

"ধন্যবাদ।"

পা বাড়িয়েও থর্নডাইক হঠাৎ পোর্টারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ভাল কথা, এইমাত্র ওই জানালা থেকে আমি একটা জিনিস ফেলে দিয়েছি—এই রকম একটা ছোট ধাতুর চাকতি।" নিজের ভিজিটিং কার্ডের উপর ষড়ভুজসমন্বিত বৃত্তাকার একটা চাকতি এঁকে সেটা পোর্টারের হাতে দিল। "সেটা যে কোথায় পড়ল ঠিক বলতে পারব না; এই চাকতিগুলো সহজেই উড়ে যায়; তুমি যদি বাগানের মালীকে একটু বলে দাও তো ভাল হয়। সে যদি চাকতিটাকে আমার চেম্বারে পেঁছে দেয় তাহলে তাকে এক সভারিন বকশিস দেব; অন্যের কাছে চাকতিটার কোন মূল্য না থাকলেও আমার কাছে সেটা যথেষ্ট মূল্যবান।"

পোর্টার তাড়াতাড়ি টুপিতে হাত রাখল; ফটক দিয়ে বের হবার সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম সে এর মধ্যেই ঝোপগুলোকে চষে বেড়াচ্ছে।

পোর্টারের অন্বেষণের বস্তুটি আমার মনের বেশ একটা খোরাক জুগিয়ে দিল। থর্নডাইককে কোন বস্তু ফেলে দিতে আমি দেখি নি, কোন মূল্যবান বস্তু নাড়াচাড়া করাটা তার স্বভাবও নয়। প্রশ্নটা তাকে করতে যাব এমন সময় হঠাৎ মোড় ঘুরে কটম্যান স্ট্রীটে পড়েই সে ছয় নম্বরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের মালিকদের নামগুলো পড়তে শুরু করল।

সে জোরে জোরে পড়তে লাগল, "চারতলা, মিঃ টমাস বার্লো, কমিশন এজেণ্ট। হুম! মিঃ বার্লোর সঙ্গেই একবার দেখা করা যাক।"

সে অতি দ্রুত পাথরের সিঁড়িতে পা ফেলতে লাগল; আমি তাকে অনুসরণ করলাম; হাঁপাতে হাঁপাতে চারতলায় উঠলাম। কমিশন এজেণ্টের দরজার বাইরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর আমরাও

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে পেলাম ঘরের মধ্যে অনেকগুলো এলোপাথারি পায়ের শব্দ। তারপর সে আস্তে দরজাটা খুলে ভিতরে তাকাল। মিনিটখানেক সেই অবস্থায় থেকে সহাস্য মুখে সে আমার দিকে ফিরে তাকাল, এবং তারপরেই নিঃশব্দে দরজাটাকে হাট করে খুলে দিল। ভিতরে বছর চোদ্দ বয়সের একটি ল্যাক্‌পেকে যুবক 'শয়তানের যন্ত্র', নামক একটা যন্ত্র নিয়ে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কি যেন করছিল; নিজের কাজে সে এতই মগ্ন ছিল যে আমাদের উপস্থিতিটা টেরই পায় নি। শেষ পর্যন্ত গোলকটা যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে একটা বড় আবর্জনার ঝুড়িতে গিয়ে পড়ল তখন সে মুখ ফিরিয়ে আমাদের মুখোমুখি হয়েই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল।

অপ্রয়োজনেই আবর্জনার ঝুড়ি থেকে খেলনাটাকে বের করে ছেলেটার হাতে দিয়ে থর্নডাইক বলল, "মিঃ বার্লো ভিতরে আছেন কি না, অথবা তিনি এখনই ফিরবেন কি না, সে সব কথা আমি জানতে চাই না।"

বিব্রত হওয়ার দরুণ ঘামে ভিজে উঠে ছেলেটা বলল, "তিনি আজ ফিরবেন না। আমি আসার আগেই তিনি চলে গেছেন। আজ আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।"

"তাই বুঝি?" থর্নডাইক বলল। "যে পাখি আগে আসে সেই তো পারে ফড়িং ধরতে, আর যে পাখি পরে আসে সে ধরে শয়তানের যন্ত্রটা। তুমি কি করে জানলে যে তিনি আজ ফিরবেন না?"

"তিনি একটা চিঠি রেখে গেছেন। এই তো চিঠিটা।"

সে চিরকুটটা দেখাল: লাল কালিতে পরিষ্কার করে লেখা। মনোযোগ সহকারে চিরকুটটা দেখে থর্নডাইক প্রশ্ন করল, "গতকাল কি তুমি কালির দোয়াতটা ভেঙেছিলে?"

ছেলেটা বিস্ময়ে হা করে তাকাল। "হ্যাঁ, ভেঙেছিলাম। আপনি জানলেন কেমন করে?"

"জানতাম না, জিজ্ঞাসা করারও দরকার হয় নি। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছি যে এই চিরকুটটা তিনি স্টাইলো দিয়ে লিখেছেন।"

ছেলেটা সন্দেহের চোখে থর্নডাইকের দিকে তাকাল; থর্নডাইক বলতে লাগল:

"আসলে আমি দেখতে এসেছি তোমাদের মিঃ বার্লো ঠিক সেই লোকটা কিনা যাকে আমি চিনি; আশা করি তুমি সেটা বলতে পারবে। আমার বন্ধুটি লম্বা ও পাতলা, রং গাঢ় আর পরিষ্কার কামানো মুখ।"

ছেলেটা বলল, "তাহলে তিনি সে-মানুষ নন। তিনিও পাতলা, কিন্তু লম্বাও নন, গায়ের রংও গাঢ় নয়। মুখে স্কটদের মত দাড়ি, চোখে চশমা, মাথায় পরচুলা। দেখলেই আমি চিনতে পারি, কারণ আমার বাবাও পরচুলা পরে।"

"আমার বন্ধুর বাঁ হাতটা পঙ্গু," থর্নডাইক যোগ করল।

ছেলেটা বলল "সে সব জানি না। তবে মিঃ বার্লো প্রায় সব সময়ই দস্তানা পরে থাকেন, আর সেটা পড়েন বাঁ হাতেই।"

"তাহলে তো ঠিকই আছে। তুমি যদি একটুকরো কাগজ দিতে পার তাহলে আমি একটা চিরকুট

লিখে রেখে যাব। তোমাদের কালি আছে তো ?"

"বোতলে কিছুটা আছে। তার মধ্যেই কলমটা চুবিয়ে দেব।"

ছেলেটা কাবার্ড থেকে এক প্যাকেট খোলা সস্তাদামের চিঠির কাগজ ও অনুরূপ এক প্যাকেট খাম বের করল এবং কলমটাকে কালির বোতলের একেবারে তলা পর্যন্ত ডুবিয়ে থর্নডাইকের হাতে দিল ! সে চেয়ারে বসে দ্রুত হাতে একটা চিরকুট লিখে কাগজটা ভাঁজ করে খামের উপর ঠিকানাটা লিখতে গিয়েও হঠাৎ মনের ইচ্ছাটাকে পাল্টে ফেলল।

ভাঁজ-করা কাগজটা নিজের পকেটে ফেলে সে বলল, "এটা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। না, তাকে বলো আমি—মিঃ হোরেস বাজ—এসেছিলাম, দু'এক দিনের মধ্যেই আবার আসব।"

ছেলেটা হতভম্ব হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল ; এমন কি আমাদের পিছু পিছু সিঁড়ির চাতাল পর্যন্ত বেরিয়েও এল, সেখান থেকেই আমাদের উপর কড়া নজর রাখল ; হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থর্নডাইক ফিরে তাকাতেই মাথাটা সরিয়ে সুরুৎ করে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

সত্যি কথা বলতে কি, থর্নডাইকের কাজকর্ম দেখে আমিও আপিসের ছোকরাটার মতই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম ; যে তদন্তের কাজে সে তখন ব্যস্ত ছিল এই সব ছেলেমানুষির সঙ্গে তার কোন যোগ-সূত্রই আমার মাথায় আসছিল না। আমার সেই বিস্ময়ের বোঝা চরমে উঠল যখন সে সিঁড়ি-সংলগ্ন একটা জানালার কাছে থেমে পকেট থেকে চিরকুটটা বের করল, নিজের লেন্স দিয়ে সেটাকে ভাল করে দেখল, সেটাকে আলোর সামনে মেলে ধরল, এবং সজোরে হেসে উঠল।

মন্তব্য করল, "ভাগ্য কখনও পরিশ্রম ও বুদ্ধির পরিবর্ত হতে না পারলেও তাতে একটা মনের মত মাত্রা যোগ করতে পারে। পণ্ডিত বন্ধু হে, সত্যি আমরা এক অসাধারণ সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছি।"

হল-ঘরে পেঁছে থর্নডাইক পোর্টারের খুপড়ির কাছে থামল এবং মাথাটা নেড়ে ভিতরে তাকাল।

বলল, "আমি উপরে উঠেছিলাম মিঃ বার্লের সঙ্গে দেখা করতে। মনে হচ্ছে তিনি খুব সকালেই বেরিয়ে গেছেন।"

"হ্যাঁ স্যার", পোর্টার জবাব দিল ; "সাড়ে আটটা নাগাদ তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

"সেটা তো খুবই সকাল ; তাহলে তো তিনি আরও সকালে এখানে এসেছিলেন ?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "তাই তো মনে হয় ; আমি তখন সবে এসেছি, তখনই তিনি বেরিয়ে গেলেন।"

"তার সঙ্গে কোন সামান ছিল কি ?"

"হ্যাঁ স্যার। দুটো বাক্স ছিল, একটা চৌকো ও একটা লম্বা এবং সরু, প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা। বাক্স দুটোকে গাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিতে আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম।"

"গাড়িটা নিশ্চয়ই চার-চাকার ছিল ?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"মিঃ বার্লো কি এখানে অনেকদিন ধরে আছেন ?"

"না। তিনি এখানে এসেছেন প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে।"

"ওঃ, তা বেশ ! আমি আর একদিন আসব। সুপ্রভাত।"

থর্নডাইক সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের রাস্তায় গাড়ির আড্ডায় পেঁছে গেল। সেখানে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে চার-চাকার গাড়ির এক চালকের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে তাকে নিয়েই নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রীটের একটা দোকানে গিয়ে হাজির হল। সেখানে গাড়ির চালককে শুভেচ্ছাসহ একটি অর্ধ-স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিদায় করে নিজে দোকানে ঢুকে গেল, আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে জানালায় সাজিয়ে-রাখা লেদ, ড্রিল ও লোহা-লক্কর দেখতে লাগলাম। একটু পরেই সে বেরিয়ে এল একটা ছোট পুঁটুলি হাতে নিয়ে। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে সে বলল : "পল্টনের জন্য কিছুটা ইস্পাতের টুকরো ও ধাতুখণ্ড।"

তারপরে সে যে জিনিস খরিদ করল সেটা তো পাগলামির চূড়ান্ত। হলবোর্ণ স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল আসবাবপত্রের একটা দোকানের জানালায়—সেখানে সাজানো ছিল নানা রকমের অপ্রচলিত ছোটখাট ফরাসী অস্ত্রের একটা সংগ্রহ : ১৮৭০-এর শোচনীয় ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ সেইসব অস্ত্রশস্ত্র এখন বিক্রি হয় ঘর সাজাবার উপকরণ হিসাবে। কিছুক্ষণ জিনিসগুলোকে দেখে নিয়ে সে দোকানে ঢুকল এবং একটু পরেই একটা লম্বা সঙ্গীন বসানো বন্দুক ও একটা পুরনো চেজ্‌পট রাইফেল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ফেটার লেন দিয়ে চলতে চলতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এই সমরায়োজনের অর্থটা কি ?"

সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "বাড়ির সুরক্ষা। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে একদফা গুলি চালিয়ে তারপর সঙ্গীন নিয়ে তাড়া করলে অতিবড় সাহসী চোরও পালাবার পথ পাবে না।"

গৃহ-রক্ষীর চোর-বিতাড়ণ-পর্বের সেই অবাস্তব ছবিটি কল্পনা করে আমি হেসে উঠলাম। তবু নিজের মনে বুঝতে পারলাম যে বন্ধুটির এই পাগলাটে কাজকর্মেরও একটা নিহিতার্থ অবশ্যই আছে।

বিলম্বিত মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে কিছু জরুরী কাজ সারবার জন্য আমি বেরিয়ে গেলাম ; থর্নডাইক ড্রয়িং-বোর্ড, স্কোয়ার, স্কেল ও কম্পাস নিয়ে তার খসড়া স্কেচগুলোর ভিত্তিতে মাপ-মাফিক সঠিক কিছু আঁকা-জোকার কাজে মশগুল হয়ে বাড়িতেই থেকে গেল ; আর বাদামী কাগজের পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে পল্টন সাগ্রহদৃষ্টিতে থর্নডাইকের দিকেই বার বার তাকাতে লাগল।

সন্ধ্যায় যখন মিটার কোর্টের পথ ধরে বাড়ি ফিরছিলাম তখন পথেই পেয়ে গেলাম মিঃ মার্চমণ্টকে। সেও আমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিল। দু'জন এক সঙ্গেই হাঁটতে লাগলাম।

সে বলল, "আমি থর্নডাইকের একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি একটা হস্তলিপির নিদর্শন চেয়ে পাঠিয়েছেন ; তাই ভাবলাম সেটা নিজেই দিয়ে আসব এবং কোন খবর থাকলে সেটাও জেনে আসব।"

চেম্বারে ঢুকে দেখলাম থর্নডাইক পল্টনের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। সবিস্ময়ে আরও দেখতে পেলাম, যে ছোড়া দিয়ে খুনটা করা হয়েছে সেটাও টেবিলের উপর তাদের সামনেই পড়ে আছে।

মার্চমন্ট বলল, "হাতের লেখার যে নমুনাটা আপনি চেয়েছিলেন সেটা আমি নিয়ে এসেছি। আমি ভাবতে পারি নি যে সেটা আনতে পারব, কিন্তু ভাগ্য ভাল যে ও-পক্ষের কাছ থেকে পাওয়া একটি মাত্র চিঠিকেই কার্টিস রেখে দিয়েছিল।"

ঝুলির ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে সে থর্নডাইকের হাতে দিল।

ছোরাটা হাতে দিয়ে মার্চমন্ট বলল, "আরে, আমি তো ভেবেছিলাম ইন্সপেক্টর ছোরাটা নিয়ে গেছেন।"

"তিনি আসলটা নিয়ে গেছেন" থর্নডাইক জবাব দিল। এটা নকল, পল্টনের তৈরি ; আমার স্কেচ থেকে সে নিজেই বানিয়েছে।"

"সত্যি!" মার্চমণ্ট প্রশংসার দৃষ্টিতে পল্টনের দিকে তাকিয়ে বলল, "নকল হলেও হুবহু আসলের মতই দেখতে হয়েছে—খুব তাড়াতাড়িই এটা বানিয়েছ দেখছি।"

পল্টন বলল, "যে ধাতু দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত তার কাছে এটা তো ছেলেখেলা।"

"এটার প্রমাণ-মূল্যও অনেক" থর্নডাইক বলল।

ঠিক তখনই একটা দুই চাকার ভাড়াটে গাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল। মুহূর্তকাল পরেই সিঁড়িতে একটা দ্রুত পায়ের পদশব্দ শোনা গেল। দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা পড়ল। পল্টন দরজাটা খুলে দিতেই মিঃ কার্টিস হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "কী ভয়ংকর কাণ্ড মার্চমণ্ট! এডিথ—আমার মেয়ে—খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। ইন্সপেক্টর আমাদের বাড়িতে গিয়ে, তাকে ধরে নিয়ে গেছে। হা ঈশ্বর! আমি যে পাগল হয়ে যাব!"

উত্তেজিত লোকটির কাঁধে হাত রেখে থর্নডাইক বলল, "এতটা ভেঙে পড়বেন না মিঃ কার্টিস। আমি বলছি, সে রকম কিছু ঘটে নি। আচ্ছা, আপনার মেয়েটি কি ন্যাটা?"

"হ্যাঁ, তাই, সেও এক মহা দুর্দৈব। কিন্তু এখন আমরা কি করি? হা ঈশ্বর! ডাঃ থর্নডাইক, মেয়েটাকে তারা কারাগারে নিয়ে গেল—ভাবতে পারেন একেবারে কারাগারে? আমার বেচারি এডিথ।"

থর্নডাইক বলল, "তাকে আমরা অচিরেই খালাস করে আনব। কিন্তু কান পেতে শুনুন, কে যেন দরজার ওপারে এসেছে।"

আমি দরজাটা খুলে দিতেই ইন্সপেক্টর বাজার-এর মুখোমুখি হলাম। এক মুহূর্তকাল সে এক সঙ্গীন অবস্থা ; গোয়েন্দাপ্রবর ও মিঃ কার্টিস উভয়েই একে অন্যকে রেখে বাইরে চলে যেতে চাইল।

থর্নডাইক বলে উঠল, "তুমি চলে যেয়ো না ইন্সপেক্টর ; তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। মিঃ কার্টিস হয়তো আবার এখানে ফিরে আসবেন—ধরো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। আশা করছি, তারপরেই তোমাকে কিছু ভাল খবর দিতে পারব।"

মিঃ কার্টিস ফিরে আসবে স্বীকার করে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবার পরে থর্নডাইক গোয়েন্দাপ্রবরের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল ঃ

"মনে হচ্ছে তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে ইন্সপেক্টর ?"

"হ্যাঁ," বাজার জবাব দিল ; "অকারণ কালক্ষেপ করাটা আমি পছন্দ করি না ; ইতিমধ্যেই মিস কার্টিসের বিরুদ্ধে জোরালো তথ্য-প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি। তাহলে শোন ; মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তাকেই সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ; তার বিরুদ্ধে মেয়েটির যথেষ্ট ক্ষোভও ছিল ; সে ন্যাটাও বটে, আর তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে একজন ন্যাটা লোকটাকে খুন করেছিল।"

"আর কোন প্রমাণ ?"

"তাও আছে। এই সব ইতালীয়দের আমি অনেক দেখেছি ; সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো—বানাট। বিধবার পোশাক পরে ও ঘোমটা মাথায় দিয়ে একটি নারী তাদের পাঠিয়েছিল বাড়িটার সম্মুখে গিয়ে নানা রকম সং দেখাতে ; পোর্টারের হাতে দেবার জন্য একটা চিঠিও সে তাদের দিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত কেউ তাকে সনাক্ত করে নি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে যে তার চেহারাটা মিস কার্টিসেরই মত।"

"আর দরজাটাকে ভিতর থেকে বন্ধ রেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেমন করে ?"

"আরে সেটাই তো আসল কথা ! যতক্ষণ এটার কোন ব্যাখ্যা না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ সেটাই তো রহস্য। আমরা যখন দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলাম তখন সেখানে কেউ ছিল না, অতএব যে ভাবেই হোক খুনী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেটা তুমি অস্বীকার করতে পার না।"

থর্নডাইক বলল, "তথাপি আমি সেটা অস্বীকার করছি। তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত পরিষ্কার। মৃতদেহটার দিকে তাকাবামাত্রই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এটা ঠিক যে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পথই আপাতদৃষ্টিতে ছিল না, আর যখন তুমি সেখানে ঢুকেছিলে তখন সেখানে যে কেউ ছিল না সেটাও নিশ্চিত। তাহলে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে খুনী কোন সময়ই সেখানে ছিল না।"

"তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না," ইন্সপেক্টর বলল।

থর্নডাইক বলল, "বেশ, যেহেতু এ ব্যাপারে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং সবটাই এখন তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, তখন প্রমাণগুলি পরপর তোমার সামনে তুলে ধরছি। এবার, একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই একমত যে আঘাতটা যখন করা হয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে মৃত ব্যক্তিটি অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে দম দিচ্ছিল ; ছোরাটা ঢুকেছিল বাঁ দিক থেকে তেরছাভাবে এবং তার হাতলটা ছিল সোজা খোলা জানালাটার দিকে।"

"আর সেটা ছিল মাটি থেকে চল্লিশ ফুট উপরে।"

"ঠিক। এবার আমরা বিচার করব যে অস্ত্র দিয়ে খুনটা করা হয়েছে তার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটা।"

সবে সে দেরাজটা খুলতে যাচ্ছে এমন সময় দরজায় একটা ধাক্কা পড়ল। আমি লাফিয়ে উঠে

দরজা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকল ব্ল্যাকেনহার্স্ট চেম্বারের পোর্টার। আমাদের অতিথিদের চিনতে পেরে কিছুটা বিস্মিত হলেও পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ বের করে সে থর্নডাইকের দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, "আপনি যে জিনিসটা খুঁজছিলেন স্যার, সেটা পেয়েছি, আর সেজন্য খুব খাটতেও হয়েছে। "ওই ঝোপগুলোর পাতার মধ্যে জিনিসটা আটকে ছিল।"

থর্নডাইক প্যাকেটটা খুলে ভিতরটা দেখে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিল।

লোকটির দিকে একটা স্বর্ণমুদ্রা এগিয়ে দিয়ে বলল, "অনেক ধন্যবাদ। ইন্সপেক্টর তোমার নামটা জানেন আশা করি?"

"তা জানেন স্যার," বলে পারিশ্রমিকটা পকেটে পুরে সহাস্য বদনে লোকটি চলে গেল।

দেরাজ খুলে থর্নডাইক বলতে লাগল, "ছোরার প্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক। আগেই বলেছি, জিনিসটা অদ্ভুত; হুবহু সেটারই নকল এই ছোরাটা দেখলেই তা বুঝতে পারবে।" এই সময় বিস্মিত গোয়েন্দাকে সে দেখাল পল্টনের হাতের কাজটি। "দেখতেই পাচ্ছ অস্ত্রটা অসাধারণ রকমের সরু, কোথাও কোন রকম খাঁজ নেই, আর যে মাল-মশলা দিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে তাও বিরলপ্রাপ্য। আরও দেখতে পাচ্ছ, অস্ত্রটা একজন সাধারণ ছোরা-কারিগরের তৈরি নয়; এবং এটার গায়ে ইতালীয় হরফ খোদাই করা থাকলেও সর্বত্র "বৃটিশ কারিগরের" ছাপ সুস্পষ্টভাবে ছড়ানো। ফলাটা তৈরি করা হয়েছে তিনের-চার ইঞ্চি সাধারণ ইস্পাতের টুকরো দিয়ে; হাতলটা বানানো হয়েছে এলুমিনিয়ামের দণ্ড দিয়ে; অস্ত্রটার গায়ে কোথাও একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়ে নি, কাজেই কোন শিক্ষানবীশ যন্ত্রবিদ লেদ-যন্ত্রের সাহায্যে এটা তৈরি করে নি; এমন কি মাথার টোপটাও যন্ত্রে তৈরি, কারণ সেটাও দেখতে একটা ষড়ভুজ নাটের মতন। আবার এই হাতলের আয়তনটাও অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে সেই সব সেকেলে 'চেজপট' রাইফেলের নলের সঙ্গে যার হুবহু নকল রাইফেল এখন লণ্ডনের অনেক দোকানে বিক্রি করা হচ্ছে। যেমন এই রাইফেলটা।"

ঘরের কোণে দাঁড় করানো সম্প্রতি কেনা রাইফেলটাকে এনে থর্নডাইক ছোরার হাতলটাকে তার নলের মুখে বসিয়ে দিল। তারপর হাত থেকে ছেড়ে দিতেই ছোরাটা নলের মধ্যে অনায়াসেই সঠিকভাবে বসে গেল।

"হা ভগবান!" মার্চমণ্ট সবিস্ময়ে বলে উঠল। "আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে একটা বন্দুকের সাহায্যে ছোরাটাকে গুলির মত ছুঁড়ে মারা হয়েছিল?"

"ঠিক সেই কথাটাই আমি বলতে চাইছি; আর এলুমিনিয়ামের হাতল কেন ব্যবহার করা হয়েছে সেটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—ক্ষেপণ-অস্ত্রটি এমনিতেই বেশ ভারী, উদ্দেশ্য সেটাকে কিছুটা হাল্কা করা।"

"না, আমি বুঝতে পারছি না," ইন্সপেক্টর বলল; "কিন্তু আমি বলছি যে আপনি যা বলছেন সেটা একান্তই অসম্ভব।"

"তাহলে তো আমাকে ব্যাপারটা হাতে-কলমে করে দেখাতে হবে," থর্নডাইক জবাব দিল। প্রথমেই বলি, ক্ষেপণ-অস্ত্রটাকে নাক-বরাবর ছুটতে হবে বলেই সেটাকে পাক খেয়ে চলতে হবে—আর গায়ের জামা ও ক্ষতস্থানটি দেখলেই বোঝা যায় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার সময় অস্ত্রটি সত্যি পাক খেয়েছিল। এখন, ক্ষেপণ-অস্ত্রটাকে পাক খাওয়াতে হলে সেটাকে একটা রাইফেলের নলের মুখ থেকেই ছুঁড়তে হবে এবং অস্ত্রটিকে রাইফেলের নলের মুখে ঠিক মত বসাতে হলে সব চাইতে বেশি দরকার একটা ষড়ভুজ ধাতুর চাকতিকে ক্ষেপণ-অস্ত্রের হাতলের মাথায় মাপমত বসিয়ে দেওয়া। এই দেখুন সেই রকম একটা চাকতি—এটা আমাদের জন্য বানিয়েছে পল্টন নিজে।"

ষড়ভুজগর্তসমন্বিত একটা ধাতুর চাকতি সে টেবিলের উপর রাখল।

ইন্সপেক্টর বলল, "এসব কিছুই সুনিপুণ কর্ম-চাতুর্যের পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি বলছি এটা অসম্ভব এবং অবাস্তব।"

মার্চমণ্টও একমত হয়ে বলল, "ব্যাপারটা শুনতেই কেমন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।"

থর্নডাইক বলল, "দেখাই যাক ; এই বস্তুটি পল্টনের নিজের তৈরি একটা কার্তুজ যাতে আছে ২০-বোর বন্দুকে ব্যবহারযোগ্য আটবার গুলি ছোঁড়ার মত ধোঁয়াবিহীন পাউডার।"

ছোরার হাতলের মাথায় বসানো চাকতিটাকে রাইফেলের নলের মুখে ঠিক মত বসিয়ে থর্নডাইক সেটাকে নলের মধ্যে ঠেলে দিল, তারপর কার্তুজটাকে ভরে পিছনের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল। তারপরে আপিসের দরজাটা খুলে দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা খড়ের বোর্ডকে চাঁদমারি হিসেবে দেখিয়ে দিল।

বলল, "দুটো ঘরের দৈর্ঘ্য বত্রিশ ফুট। জার্ভিস, সবগুলো জানালা বন্ধ করে দেবে কি ?"

তার অনুরোধমত কাজ করলাম ; সেও রাইফেলটাকে চাদমারির দিকে তাক করল। একটা ক্ষীণ শব্দ হল—যতটা আশা করেছিলাম তার চাইতেও ক্ষীণতর—চাদমারির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ছোরাটা হাতল পর্যন্ত বিদ্ধ হয়ে আছে বৃষ-চক্ষুর এক প্রান্তে।

রাইফেলটা নামিয়ে রেখে থর্নডাইক বলল, "এবার দেখলেন তো কাজটা বাস্তবে করা সম্ভব। এবার প্রকৃত ঘটনার লক্ষণগুলো বলছি। প্রথম, আসল ছোরাটার গায়ে এমন কতকগুলো রেখার দাগ আছে যা রাইফেলের খাঁজের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আরও দেখুন, ছোরাটা নির্ঘাৎ বাঁদিক থেকে ডান দিকে পাক খেয়ে লক্ষ্যস্থলের ভিতর ঢুকেছিল। আর তারপরে এই জিনিসটাকে লক্ষ্য করুন ; আগেই শুনেছেন যে পোর্টারই এটাকে বাগানে খুঁজে পেয়েছিল।"

সে কাগজের পুঁটলিটা খুলল। তার ভিতরে পাওয়া গেল ষড়ভুজ মাপে গর্ত করা একটা ধাতুর চাকতি। আপিসে ঢুকে সেই চাকতিটাকেই সে মেঝে থেকে তুলে নিয়েছিল যেটা সে ছোরার মাথায় বসিয়ে দিল এবং সেটাকে অপর চাকতিটার পাশেই রেখে দিল। দুটো চাকতি আকারে ও মাপে একেবারে হুবহু এক।

ইন্সপেক্টর অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে চাকতি দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল ; তারপর চোখ তুলে

থর্নডাইককে বলল :

"এবার আমি হার মানছি ডাক্তার ; তোমার কথাই নিঃসন্দেহে সত্য ; কিন্তু কেমন করে এই চিন্তাটা তোমার মাথায় এল সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এখন একটি মাত্র প্রশ্ন হল, বন্দুক থেকে গুলিটা কে ছুঁড়েছিল, আর কেনই বা গুলির শব্দটা কেউ শুনতে পেল না ?"

থর্নডাইক জবাব দিল, "দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : লোকটি হয় তো রাইফেলের সঙ্গে এমন একটা 'কম্প্রেসড্-এয়ার যন্ত্র জুড়ে নিয়েছিল তাতে কেবল যে শব্দটাই ক্ষীণ হয়েছিল তাই নয়, ছোরার গায়েও বিস্ফোরণের কোন দাগই লাগে নি। আর প্রথম প্রশ্নের উত্তর : আমার তো ধারণা খুনীর নামটাও আমি বলে দিতে পারি ; কিন্তু প্রমাণগুলিকে পর পর সাজিয়ে বলাই বোধ হয় ভাল। তোমার হয় তো মনে আছে ডাঃ জার্ভিস যখন ঘড়িতে দম দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল তখন তার দাঁড়াবার জায়গাটাকে আমি খড়ি দিয়ে চিহ্নিত করেছিলাম। এখন, সেই চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়িয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম প্রায় বিপরীত দিকের একটা বাড়ির দুটো জানালা। সে দুটি হল ৬ নম্বর কট্‌ম্যান স্ট্রীটের তিনতলা ও চারতলার জানালা। তিনতলায় স্থপতিদের একটি প্রতিষ্ঠানের আপিস ; চারতলায় থাকে টমাস বার্লো নামের জনৈক কমিশন-এজেন্ট। মিঃ বার্লোর সঙ্গে আমি দেখা করেছি, কিন্তু সে কথা বলার আগে আমি আর একটা কথা বলে নিতে চাই। আচ্ছা, ভয় দেখিয়ে লেখা সেই চিঠি দুটো বোধ হয় তোমার সঙ্গে নেই ?"

"হ্যাঁ, আছে," বলে ইন্সপেক্টর তার বুক-পকেট থেকে একটা থলি বের করল।

"তাহলে প্রথম চিঠিটাই আগে ধরা যাক" থর্নডাইক বলল। "তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে চিঠির কাগজ ও খাম দুইই অতি সাধারণ, আর হাতের লেখাটাও কোন গো-মূর্খের। কিন্তু কালিটা এর সঙ্গে মিলছে না। মূর্খ লোকরা সাধারণত এক পেনি দামের বোতলের কালিই কিনে থাকে। এখন, এই খামের উপরকার ঠিকানাটা লেখা হয়েছে বস্ত্রব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত বিচিত্রবর্ণের উজ্জ্বল কালিতে—এ ধরণের উঁচু দরের কালি একমাত্র বড় মাপের বোতলেই পাওয়া যায়—আর চিঠিটা লেখা হয়েছে সেই রকম লাল কালি দিয়ে যা ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানরাই ব্যবহার করে থাকে, আর, দেখতেই পাচ্ছ, চিঠিটা লেখা হয়েছে স্টাইলোগ্রাফিক কলম দিয়ে। কিন্তু এই চিঠিটার ব্যাপারে সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয় শিরো-ভূষণে আঁকা নক্সাটা। শিল্পগত বিচারে লোকটি আঁকতেই জানে না, খুনির চেহারাটা হয়েছে একেবারেই হাস্যকর। অথচ আঁকাটা বেশ পরিচ্ছন্ন ; যন্ত্রের সাহায্যে আঁকা পাকা হাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট ; এমন কি বড় করে দেখা কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে পেন্সিলের কেন্দ্র-রেখা এবং আড়াআড়ি টানের চিহ্নও চোখে পড়ে। তাছাড়া, ঐ কাঁচের ভিতর দিয়ে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানদের ব্যবহৃত নরম, লাল রবারের গুঁড়োও চোখে পড়ে ; এই সব কিছুকে একত্র করলে এই ধারণাটাই জোরদার হয় যে সঠিক যান্ত্রিক আঁকাআঁকিতে অভ্যস্ত কোন লোক এই নক্সাটি এঁকেছে। এবার আমরা ফিরে যাব মিঃ বার্লোর কথায়। আমি যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন তিনি বাইরে ছিলেন। আপিসের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বারো ইঞ্চির একটা কাঠের রুল যা সাধারণত ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবহার করে থাকে, একটা নরম লাল রবার এবং

ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত দামী কালির একটা পাথরের বোতল। একটু সাধারণ কৌশলেই আপিসের চিঠি লেখার কাগজ ও কালির নমুনা সংগ্রহ করে ফেললাম। সেটা একটু পরেই পরীক্ষা করা হবে। আরও জানতে পারলাম, মিঃ বার্লো নতুন ভাড়াটে, কিছুটা বেঁটে পরচুলা ও চশমা পরেন, এবং সব সময়ই বাঁ হাতে দস্তানা পরে থাকেন। আজ সকাল ৮-৩০ মিনিটে তিনি আপিস থেকে চলে যান এবং কেউ তাকে ফিরে আসতে দেখে নি। তার সঙ্গে ছিল একটা চৌকো বাক্স এবং প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা একটা সরু আয়তাকার বাক্স; একটা গাড়ি নিয়ে তিনি ভিক্টোরিয়া চলে যান এবং স্বভাবতই চাথাম যাবার ৮-৫১-র ট্রেনটা ধরেন।"

"আচ্ছা!" ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলে উঠল।

থর্নডাইক বলতে লাগল, "এখন এই তিনটে চিঠি ভাল করে পড় এবং মিঃ বার্লোর আপিসে লেখা আমার এই চিরকুটটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। দেখতেই পাচ্ছ চিঠিগুলোর কাগজ এক, তাতে একই জল-ছাপ; কিন্তু সেগুলি খুব বড় কথা নয়। আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এইটে: দেখতেই পাচ্ছ, প্রত্যেকটা চিঠির তলাকার বাঁ দিকের কোণের কাছাকাছি দুটি করে ছোট ফুঁটো আছে। বোঝা যাচ্ছে, চিঠির কাগজের প্যাকেটটার উপরে কেউ কম্পাস অথবা ড্রয়িং-পিন ব্যবহার করেছে এবং তার ফলে কাগজের উপর ছোট ছোট ফুঁটো হয়েছে এবং তলাকার আরও কয়েক তা কাগজের উপর তার দাগ পড়েছে। এখন, চিঠির কাগজকে সাধারণত মাপমত ভাঁজ করে তারপর কেটে নেওয়া হয়; ফলে উপরের কাগজটায় কোন ফুঁটো বা চাপ পড়লে তলাকার কিছু কাগজেও পর পর সেই ফুঁটো বা চাপের দাগ পড়ে। এখন, মিঃ বার্লোর আপিস থেকে আনা এই কাগজটার দিকে তাকাও। এতেও আছে দুটো ফুঁটোর বা চাপের দাগ—কিছুটা অস্পষ্ট হলেও চোখে পড়ে আর সেটা নীচেকার বা কোণের কাছাকাছি। এর থেকে একমাত্র অনিবার্য সিদ্ধান্ত এই হতে পারে যে চারটে পাতাই একই প্যাকেট থেকে এসেছে।"

ইন্সপেক্টর চমকে চেয়ার থেকে উঠে থর্নডাইকের মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রশ্ন করল: "কে এই মিঃ বার্লো?"

থর্নডাইক জবাব দিল, "সেটা তো স্থির করবে তুমি, তবে আমি তোমাকে একটা দরকারি ইঙ্গিত দিতে পারি। আলেফ্রেড হার্টরিজের মৃত্যুতে উপকৃত হতে পারে মাত্র একটি লোক, আর সেই উপকারের পরিমাণ বিশ হাজার পাউণ্ড। তার নাম লিওনার্ড উলফ্; মিঃ মার্চমণ্টের কাছ থেকে আমি জেনেছি, লোকটির চরিত্র ভাল নয় জুয়ারী ও উড়নচণ্ডী। ব্যবসাসূত্রে সে একজন ইঞ্জিনীয়ার এবং দক্ষ যন্ত্রবিদ। তার চেহারা বেঁটেখাটো, শুকনো, মুখ পরিষ্কার কামানো, গায়ের রং উজ্জ্বল, আর বাঁ হাতের মধ্যমাটি কাটা। মিঃ বার্লোও বেঁটেখাটো, শুকনো, মুখ পরিষ্কার কামানো, গায়ের রং উজ্জ্বল; কিন্তু তার মাথায় পরচুলা, মুখে দাড়ি ও নাকে চশমা আছে, আর সব সময় বাঁ হাতে দস্তানা পরে থাকেন। এই দুটি ভদ্রলোকের হাতের লেখাই আমি দেখেছি, আর তাই জোর দিয়ে বলছি যে দুটো হাতের লেখার পার্থক্য ধরা খুবই শক্ত।"

থর্নডাইককে বলল :

"এবার আমি হার মানছি ডাক্তার ; তোমার কথাই নিঃসন্দেহে সত্য ; কিন্তু কেমন করে এই চিন্তাটা তোমার মাথায় এল সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এখন একটি মাত্র প্রশ্ন হল, বন্দুক থেকে গুলিটা কে ছুঁড়েছিল, আর কেনই বা গুলির শব্দটা কেউ শুনতে পেল না ?"

থর্নডাইক জবাব দিল, "দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : লোকটি হয় তো রাইফেলের সঙ্গে এমন একটা 'কম্প্রেসড্-এয়ার যন্ত্র জুড়ে নিয়েছিল তাতে কেবল যে শব্দটাই ক্ষীণ হয়েছিল তাই নয়, ছোরার গায়েও বিস্ফোরণের কোন দাগই লাগে নি। আর প্রথম প্রশ্নের উত্তর : আমার তো ধারণা খুনীর নামটাও আমি বলে দিতে পারি ; কিন্তু প্রমাণগুলিকে পর পর সাজিয়ে বলাই বোধ হয় ভাল। তোমার হয় তো মনে আছে ডাঃ জার্ভিস যখন ঘড়িতে দম দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল তখন তার দাঁড়াবার জায়গাটাকে আমি খড়ি দিয়ে চিহ্নিত করেছিলাম। এখন, সেই চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়িয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম প্রায় বিপরীত দিকের একটা বাড়ির দুটো জানালা। সে দুটি হল ৬ নম্বর কটম্যান স্ট্রীটের তিনতলা ও চারতলার জানালা। তিনতলায় স্থপতিদের একটি প্রতিষ্ঠানের আপিস ; চারতলায় থাকে টমাস বার্লো নামের জনৈক কমিশন-এজেন্ট। মিঃ বার্লোর সঙ্গে আমি দেখা করেছি, কিন্তু সে কথা বলার আগে আমি আর একটা কথা বলে নিতে চাই। আচ্ছা, ভয় দেখিয়ে লেখা সেই চিঠি দুটো বোধ হয় তোমার সঙ্গে নেই ?"

"হ্যাঁ, আছে," বলে ইন্সপেক্টর তার বুক-পকেট থেকে একটা থলি বের করল।

"তাহলে প্রথম চিঠিটাই আগে ধরা যাক" থর্নডাইক বলল। "তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে চিঠির কাগজ ও খাম দুইই অতি সাধারণ, আর হাতের লেখাটাও কোন গো-মূর্খের। কিন্তু কালিটা এর সঙ্গে মিলছে না। মূর্খ লোকরা সাধারণত এক পেনি দামের বোতলের কালিই কিনে থাকে। এখন, এই খামের উপরকার ঠিকানাটা লেখা হয়েছে বস্ত্রব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত বিচিত্রবর্ণের উজ্জ্বল কালিতে—এ ধরণের উঁচু দরের কালি একমাত্র বড় মাপের বোতলেই পাওয়া যায়—আর চিঠিটা লেখা হয়েছে সেই রকম লাল কালি দিয়ে যা ড্রাফটসম্যানরাই ব্যবহার করে থাকে, আর, দেখতেই পাচ্ছ, চিঠিটা লেখা হয়েছে স্টাইলোগ্রাফিক কলম দিয়ে। কিন্তু এই চিঠিটার ব্যাপারে সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয় শিরো-ভূষণে আঁকা নক্সাটা। শিল্পগত বিচারে লোকটি আঁকতেই জানে না, খুনির চেহারাটা হয়েছে একেবারেই হাস্যকর। অথচ আঁকাটা বেশ পরিচ্ছন্ন ; যন্ত্রের সাহায্যে আঁকা পাকা হাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট ; এমন কি বড় করে দেখা কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে পেন্সিলের কেন্দ্র-রেখা এবং আড়াআড়ি টানের চিহ্নও চোখে পড়ে। তাছাড়া, ঐ কাঁচের ভিতর দিয়ে ড্রাফটসম্যানদের ব্যবহৃত নরম, লাল রবারের গুঁড়োও চোখে পড়ে ; এই সব কিছুকে একত্র করলে এই ধারণাটাই জোরদার হয় যে সঠিক যান্ত্রিক আঁকাআঁকিতে অভ্যস্ত কোন লোক এই নক্সাটি এঁকেছে। এবার আমরা ফিরে যাব মিঃ বার্লোর কথায়। আমি যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন তিনি বাইরে ছিলেন। আপিসের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বারো ইঞ্চির একটা কাঠের রুল যা সাধারণত ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবহার করে থাকে, একটা নরম লাল রবার এবং

ইন্সপেক্টর বলল, "এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তার ঠিকানাটা আমাকে দাও ; মিস্ কার্টিস্‌কে এখনই ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা আমি করছি।"

সেই রাতেই এল্‌থাম-এ নিজের বাগানে একটা বড় ও শক্তিশালী, "কম্‌প্রেস্ট্ এয়ার" রাইফেলকে মাটিতে পুঁতে ফেলার সময় লিওনার্ড উল্‌ফ্-কে হাতে-নাতে ধরে ফেলে গ্রেপ্তার করা হল। অবশ্য তার বিচারটাই করা গেল না, কারণ তার পকেটে আরও একটা ছোট মাপের অস্ত্র ছিল—একটা ডেরিঞ্জার পিস্তল—আর সেটার সাহায্যেই নিজের দুশ্চরিত্র জীবনের অবসান সে নিজেই ঘটিয়ে দিল।
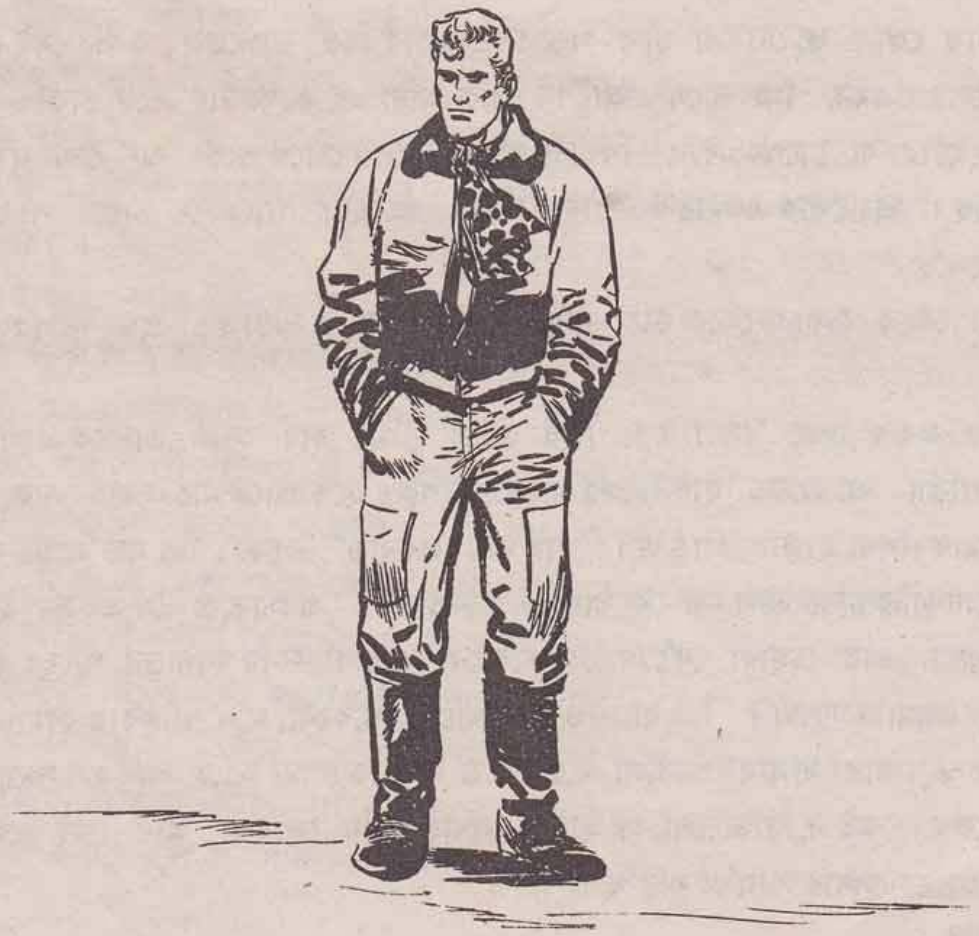
ঘটনাটা শুনে থর্নডাইক মন্তব্য করল, "তার কাজ সে করে গেছে। দুটি খুব খারাপ মানুষের হাত থেকে সে সমাজকে স্বস্তি দিয়েছে, আর আমাদের দিয়েছে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা। সে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেল পুলিশকে ভুল পথে চালাতে ও ধোঁকা দিতে একজন কুশলী অপরাধী কত কষ্ট সহ্য করতে পারে, এবং ছোটখাট জিনিসের প্রতি অমনোযোগবশত কত সূত্র ইতস্তত ছড়িয়ে রেখে যেতেও পারে। এই উভয় দিক বিচার করেই অপরাধী শ্রেণীর মানুষদের আমরা কেবল একটি কথাই বলতে পারি, "তোমরা যাও, যেমন খুশি কাজ করো।"